সমকাল

ভুয়া বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতির শ্বশুরকে সুপার নিয়োগ

১০ ঘণ্টা আগে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীতে একটি মাদ্রাসায় জালিয়াতির মাধ্যমে শ্বশুরকে সুপার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সভাপতি জামাতার বিরুদ্ধে। জেলার গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার বিচার চেয়ে গত ২১ আগস্ট জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই এলাকার গিয়ান উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ পেয়ে জেলা প্রশাসক তা তদন্ত করে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (শিক্ষা-আইসিটি) নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগে বলা হয়, ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওই বছরের ১ জুলাই তা এমপিওভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ওই মাদ্রাসার সুপার ছিলেন হাফিজুর রহমান। বর্তমানে মাদ্রাসার সুপার হাফিজুর রহমানসহ তার চার ভাই, সুপারের শ্যালক ও শ্যালকের ছেলে এবং সুপারের বড় ও সেজো ছেলের শ্বশুর চাকরি করছেন। অনিয়ম, দুর্নীতি ও অবৈধভাবে ওই মাদ্রাসার সুপারের আত্মীয়-স্বজনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুরু থেকেই ওই সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, হাফিজুর রহমান সুপার থাকা অবস্থায় তার সেজো ছেলে (তৃতীয়) ইলিয়াস মিয়াকে অবৈধভাবে ওই মাদ্রাসার সভাপতি নির্বাচিত করেন; কিন্তু বিধিসম্মত না হওয়ায় তার অনুমতি দেয়নি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। তা সত্ত্বেও ভুয়া কমিটি দেখিয়ে সুপার ও সভাপতির বাবা হাফিজুর রহমান ২০১৮ সালের ১৫ জুলাই জালিয়াতির মাধ্যমে দৈনিক সমকাল এবং স্থানীয় দৈনিক গণদাবিতে ভুয়া 'নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি' দেখিয়ে তার সেজো ছেলে ও মাদ্রাসার সভাপতি ইলিয়াস মিয়ার শ্বশুর আবুল বাশারকে ওই মাদ্রাসার সুপার নিয়োগ করেন। তবে উল্লিখিত তারিখে দৈনিক সমকাল এবং স্থানীয় গণদাবি পত্রিকায় ওই মাদ্রাসার সুপার নিয়োগের কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। ওই মাদ্রাসার সভাপতি ইলিয়াস মিয়া, সাবেক সুপার ও সভাপতির বাবা হাফিজুর রহমান এবং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বর্তমান সুপার ও সভাপতির শ্বশুর আবুল বাশার যোগসাজশ করে জালিয়াতির মাধ্যমে আবুল বাশারকে ওই মাদ্রাসার সুপার নিয়োগ দেন।

মাদ্রাসার বর্তমান সুপার আবুল বাশার বলেন, 'স্থানীয় পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি দেখে আমি আবেদন করি এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অত্র মাদ্রাসার সুপার হিসেবে নিয়োগ লাভ করি। আমি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই।' মাদ্রাসার সভাপতি ইলিয়াস মিয়া বলেন, 'পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের কাছে ওই পত্রিকার কপিও রয়েছে। একই এলাকার গিয়াস উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি 'বিজ্ঞপ্তি নাটক' সাজিয়ে আমাদের সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করছেন, যা আদৌও সত্য নয়।'

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এর সত্যতা পাওয়া গেলে ওই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসক মতিউল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে জানান, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন এবং বিষয়টি তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে ওই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।